**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 577-584
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.247**

# সাক্ষীপ্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি: মাধ্ব এবং অদ্বৈতমত বিচার

**রাহুল ভৌমিক,** *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

One of the most significant and extraordinary subjects of discussion in Advaita Vedanta is Ajñāna. In the Advaita school, 'Ajñāna' is acknowledged as a distinct fundamental category or *Prasthāna*. Since Ajñāna is defined as *Sadasadbhyāmabilakṣaṇa*, an apprehension may arise that it is impossible to define its *Lakṣaṇa.* In response, the Advaitins state that the cessation of ignorance occurs when the knowledge of the identity between the *Jība* and *Brahman* is attained. Therefore, Jñānanibartyatba is the defining characteristic of Ajñāna. Even if the characteristic of Ajñāna is defined in this manner, an objection arises: since Brahman is the only *Pramēẏa* in Advaita school and Ajñāna is *Apramēẏa*, so no proof can be presented regarding Ajñāna. And if no proof can be provided, Ajñāna cannot be accepted as a distinct category. For the scriptures state— *"Lakṣaṇa-Pramāṇabhyāṁ-hi-Bastusid'dhiḥ"*. In reply to this objection, the Advaitins argue that although Ajñāna is not established through conventional means of proof, it is not entirely unproven; this is because Ajñāna is established through Sākṣī Pratīti. However, Mādhabācārya Byāsatīrtha, in his work *N'yāẏāmṛta*, presents various objections against the Advaita position of the *Sākṣībēdyatba* of Ajñāna and attempts to refute it. In this essay, I shall discuss the nature of the Sākṣī according to Advaitins and, by refuting all the objections raised by Mādhabācārya, explore how the Advaitins specially Madhusūdana Sarasbatī establish the *Sākṣībēdyatba* of Ajñāna.

**Keywords:** Ajñāna, *Sadasadbhyāmabilakṣaṇa,* Jñānanibartyatba, Sākṣī, *Sākṣībēdyatba*

অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মই হইল একমাত্র প্রমেয়। ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[১] সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই হইল অদ্বৈতশাস্ত্রের একমাত্র বিচার্য বিষয়। ব্রহ্মই যে সমগ্র শ্রুতির একমাত্র তাৎপর্য তাহাও মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াখ্যা প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইবে যে, অদ্বৈতশাস্ত্রে যদি ব্রহ্মভিন্ন অপর কোনও প্রমেয় পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্রে অজ্ঞানবিষায়ক আলোচনার অবকাশ কোথায়?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এইরূপ– "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ন প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মোক্ষার্থীর পক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র বিচার্য বিষয়। কিন্তু "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[২]

[১] ব্র. সূ. ১।১।১

[২] বৃহ. উপ. ৪।৫।৬

"তরতি শোকমাত্মবিৎ"[৩] প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যে আত্মদর্শনেই মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আত্মজ্ঞানই যদি মুক্তির হেতু হয়, তাহা হইলে মোক্ষার্থী পুরুষ ব্রহ্মবিচারে কেন প্রবৃত্ত হইবে? ইহার উত্তরে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে, আত্মা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়াই ব্রহ্মই মুমুক্ষ পুরুষের একমাত্র বিচার্য বিষয়। ফলত শ্রুতি এবং সূত্রের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[৪], "তত্ত্বমসি"[৫], "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৬] প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, এইরূপ শ্রৌতসিদ্ধান্ত অনুভববিরোধী। কারণ, মনুষ্যোঽহম্, "ব্রাহ্মণোঽহম্" প্রভৃতি অহমাকার প্রতীতিতে জীব নিজেকে ব্রহ্মভিন্ন মানুষরূপেই অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতচার্যগণ বলেন যে অহমাকার প্রতীতিসমূহ ভ্রম বলিয়াই উহারা জীব ও ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ ঐক্যের বাধক হইতে পারে না; কারণ ভ্রম প্রমাণকে বাধিত করিতে পারে না। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্বসিদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্ব উপপাদন করিলেই প্রদর্শন করা যায় না যে ব্রহ্মই একমাত্র প্রমেয়; কারণ তাহার জন্য ব্রহ্মাভিন্ন সকল পদার্থই যে অপ্রমেয় বা মিথ্যা তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির ভ্রমত্ব সিদ্ধ হইলেই দেহাদির এবং তদুপলক্ষিত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হয় না এবং আত্মা বা ব্রহ্মাই যে একমাত্র প্রমেয়, তাহাও সিদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত নৈয়ায়িক, বৈশেষিকপ্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই দেহে আত্মবুদ্ধিকে ভ্রমই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াদিসম্প্রদায়মতে মিথ্যাজ্ঞান দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তির কারণ হইলেও[৭] ঐ সকল সম্প্রদায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বলেন না। সুতরাং, অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্ব স্থাপিত হইলেই জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হয় না এবং অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত অদ্বৈতশাস্ত্রের পার্থক্যও নিরূপিত হয় না। অতএব প্রশ্ন হইবে যে অদ্বৈতী কীরূপে জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনপূর্বক জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ নিরূপণ করিবেন এবং অদ্বৈতশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের পার্থক্যই বা কীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

উত্তর এই, অন্যান্য সম্প্রদায় আত্মা বা অন্তঃকরণের ন্যায় সৎ পদার্থকেই ভ্রমজ্ঞানের উপাদান বলিলেও অদ্বৈতসম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে ভ্রমজ্ঞান এবং ভ্রমের বিষয় উভয়ই মিথ্যা বলিয়া কোন সৎ কারণ হইতেই ভ্রমজ্ঞান বা ভ্রমীয় বিষয়ের উৎপত্তি সম্ভব নহে। বস্তুতঃ অদ্বৈতমতে ভ্রমীয় বিষয়ই বাধিত বা মিথ্যা। বাধিত বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানকেও অদ্বৈতী মিথ্যা বা অনির্বচনীয় বলেন। কোন সৎ পদার্থ হইতে এইরূপ জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া ইহাদের উপাদানকারণরূপে অদ্বৈতী অজ্ঞানরূপ একটি মিথ্যা পদার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে জগৎও মুক্তিকালে বাধিত হয় বলিয়া জগৎ এবং জগৎবিষয়কজ্ঞানও মিথ্যা। মিথ্যা উপাদান ব্যতিরেকে মিথ্যা জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া অদ্বৈতী অজ্ঞানকেই জগতের মূল উপাদানকারণ বলিয়া থাকেন। এই প্রকার মিথ্যা অজ্ঞানই অদ্বৈতবেদান্তের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। অজ্ঞানের দ্বারাই অন্যান্য শাস্ত্র হইতে অদ্বৈতবেদান্তের পার্থক্য নিরূপিত হয় বলিয়া উহাই তাহার পৃথকপ্রস্থান।

---

[৩] ছা. উপ. ৭।১।৩

[৪] মা. উপ. ২

[৫] ছা. উপ. ৬।৮।৭

[৬] বৃ. উপ. ১।৪।১০

[৭] ন্যা. সূ. ১।১।২

ইতর-ব্যাবৃত্তিই হইল লক্ষণের ফল। সাধারণত সৎ ধর্মের দ্বারাই ইতর-ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে এবং সেই সৎ ধর্মের আশ্রয়রূপে লক্ষ্যবস্তুও সৎ হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে, অজ্ঞান সৎ নয়। কারণ, অজ্ঞান সৎ হইলে তাহা ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত হইত। যেহেতু অদ্বৈতমতে অবাধিত্বই হইল সত্ত্ব। কিন্তু অজ্ঞানের বাধ প্রমাণসিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। এই হেতু অজ্ঞানকে সৎ বলা যায় না। অজ্ঞান আবার শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎ-ও নহে, কারণ অসৎ পদার্থ কদাপি অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হয় না এবং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারীত্বও থাকে না। কিন্তু অজ্ঞান যেহেতু "অহমজ্ঞ" প্রভৃতিরূপে অপরোক্ষানুভবের বিষয় হইয়া থাকে ফলে অজ্ঞানকে অসৎ বলা যায় না। আবার সদ্ ও অসদ্ পরস্পর বিরূদ্ধ হওয়ায় অজ্ঞানকে সদসদ্-ও বলা যায় না। ফলে, সৎ-অসৎ প্রভৃতি কোনও রূপেই অজ্ঞানের লক্ষণ নিরুপণ করা সম্ভব নহে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অজ্ঞানের লক্ষণ প্রদানই অসম্ভব। এইরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "কিন্তু কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্"।[৮] অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের জ্ঞান হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ফলে 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব'ই হইল অজ্ঞানের লক্ষণ।

ইহাতে প্রশ্ন হইবে যে, অজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপন সম্ভব হইলে, অজ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ কেন প্রয়োগ করা যাইবে না? সংসারে এহেন কোনও পদার্থ নাই, যাহার লক্ষণ আছে কিন্তু প্রমাণ নাই।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীগণ বলেন যে, অজ্ঞান– এর লক্ষণই হইল অজ্ঞান বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগে বিঘটক। কারণ অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য, ফলে তাহা কদাপি প্রমাজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই হেতু অদ্বৈতমতে, অজ্ঞান হইল অপ্রমেয় পদার্থ।

অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই হইল একমাত্র প্রমেয় পদার্থ এবং অজ্ঞান হইল অপ্রমেয়। যেহেতু অজ্ঞান "অহমজ্ঞঃ" প্রভৃতি অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় এবং তাহা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নহে, সেহেতু অজ্ঞান অপ্রমেয়। প্রশ্ন হইবে যে, অজ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নয় কেন? ইহার উত্তরে অদ্বৈতীগণ বলিয়া থাকেন যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের মাধ্যমে আমরা যখন কোনও বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি তখন ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের মাধ্যমে বিষয়াবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া বিষয়টি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি স্বীকার করা হয় যে, অজ্ঞানও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ গ্রাহ্য, সেক্ষেত্রে অজ্ঞানেরও বিষয়াবরক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে এবং এইরূপে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এই কারণে অজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ সম্ভব নহে। উপরন্তু, অজ্ঞানের কোনও প্রমাতাও নাই। কারণ অজ্ঞানের প্রমাতা থাকিলে প্রশ্ন হইবে যে, এই প্রমাতা কী মুক্ত জীব নাকি বদ্ধ জীব? অদ্বৈতীগণ বলেন যে, মুক্ত জীব অথবা বদ্ধ জীব কেহই অজ্ঞানের প্রমাতা হইতে পারিবে না। এই সকল কারণ নিমিত্ত বলিতে হয় যে, অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। ফলত, অজ্ঞানকে পৃথক প্রস্থানরূপেও স্বীকার করা যায় না। এই তাৎপর্যেই আচার্য সুরেশ্বরও বলিয়াছেন, "অবিদ্যা চ ন বস্ত্বিষ্টং মানাঘাতাসহিষ্ণুতঃ। অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বে ইদমেব তু লক্ষণম্। মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে।"[৯]

এহেন আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ হইলেও তাহা সর্বথাভাবে অসিদ্ধ নহে; কারণ অদ্বৈতমতে অজ্ঞান সাক্ষী প্রতীতিসিদ্ধ। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম"[১০] এইরূপ শ্রুতিতে শুদ্ধচৈতন্যকেই সাক্ষী বলা হইয়াছে। এবং এই শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষী দ্বারাই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্যগণ আবার অজ্ঞানাবৃত্ত চৈতন্যকে অজ্ঞানের সাধক বলিয়াছেন। আবার কোনও কোনও

---

[৮] প্রকরণদ্বাদশী (মহেশ), পৃঃ ৪১০

[৯] সম্বন্ধবার্তিক, শ্লোক ১৮০,১৮১

[১০] বৃ. উপ. ৩।৪

অদ্বৈতাচার্যগণ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে সাক্ষীরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সাক্ষীর স্বরূপ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি থাকিলেও সাক্ষিপ্রতীতি দ্বারা যে অজ্ঞান সিদ্ধ হয়– এবিষয়ে শঙ্কার কোনও অবকাশ নাই।

'সাক্ষী' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল– 'সাক্ষাৎ ঈক্ষণাৎ সাক্ষী'। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অপরোক্ষ দ্রষ্টাকেই 'সাক্ষী' বলা হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনেও দুইজন ব্যক্তি যদি বিবাদগ্রস্থ থাকেন, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় উদাসীন এবং অপরোক্ষভাবে দর্শন করেন, তাহাকে সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। ইহা হইতে একথা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত সাক্ষী চৈতন্যকে স্বীকার করা হয়। অদ্বৈতমতে, এই সাক্ষী এক, নির্গুণ, নির্বিকার এবং উদাসীন দ্রষ্টা। শ্রুতিতেও সাক্ষিকে এক, নির্গুণ, উদাসীন, অপরোক্ষ দ্রষ্টারূপ শুদ্ধ চৈতন্য বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে– "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চঃ।"[১১] উক্ত শ্রুতিতে 'একো' পদের দ্বারা সাক্ষীর স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরাহিত্যকে বুঝানো হইয়াছে। 'দেবঃ' পদের দ্বারা তাঁহার দ্যোতনশীলতা বা স্বপ্রকাশত্ব সূচিত হইয়াছে। সকল ভূতপদার্থের মধ্যেই তিনি বিরাজমান হওয়ায় তাহাকে 'সর্বভূতেষু' বলা হইয়াছে। সকল প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া তিনি অহং-মমাভিমানের দ্বারা প্রকাশিত হন বলিয়া তাহাকে 'গূঢ়ঃ' বলা হইয়াছে। তিনি আকাশের ন্যায় বিভূ বলিয়া 'সর্বব্যাপী'। সকল প্রাণীর অন্তর্যামী হওয়ায় 'সর্বভূতান্তরাত্মা'। তিনি সকল প্রাণীর শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা, ফলে তাহাকে 'কর্মাধ্যক্ষঃ' বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'চেতা' পদের দ্বারা তাঁহার অপরোক্ষত্ব এবং 'কেবলো' পদের দ্বারা তাঁহার কুটস্থত্ব বা নির্বিকারত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং, এই এক, নির্গুণ, নির্বিকার, অপরোক্ষ দ্রষ্টারূপ শুদ্ধচৈতন্যের সাক্ষিত্বই শ্রুতিসিদ্ধ। এই শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষীর দ্বারাই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই পক্ষের বিরূদ্ধে মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, "নির্দোষচিৎপ্রকাশ্যত্বেনাজ্ঞানস্য পারমার্থিকত্বাপাতাৎ মোক্ষেঽপি তৎপ্রতীত্যাপত্তেশ্চ।"[১২] ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি এই যে, অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষী দ্বারা প্রকাশিত হইলে অজ্ঞান ব্রহ্মের ন্যায় পরমার্থ সৎ হইয়া যাইবে এবং মোক্ষকালেও অবিদ্যার প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথম আপত্তিটির তাৎপর্য হইল, অদ্বৈতমতে ভ্রম দোষজন্য হইয়া থাকে এবং ভ্রমের বিষয়কে তাঁহারা অপারমার্থিক বলিয়া থাকেন। সুতরাং, অদ্বৈতমত অভ্যুপগম করিয়া এহেন ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় যে, "যত্র যত্র অপারমার্থিকত্বং তত্র তত্র সদোষচৈতন্যপ্রকাশত্বং।" যেহেতু ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাভাব হইয়া থাকে সেহেতু বলা যায় যে, "যত্র যত্র সদোষচৈতন্যপ্রকাশত্বাভাবঃ তত্র তত্র অপারমার্থিকত্বাভাবঃ।" এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে যদি বলা হয় যে, অবিদ্যা শুদ্ধ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাতে (অবিদ্যা) 'সদোষচৈতন্যপ্রকাশত্বাভাবঃ' বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে অজ্ঞানকে আর অপারমার্থিক বলা যইবে না, পারমার্থিক বলিতে হইবে। কিন্তু অজ্ঞানকে যদি পারমার্থিক বলা হয়, সেক্ষেত্রে অদ্বৈতসিদ্ধান্তহানী হইবে।

ন্যায়মৃতকারের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, শুদ্ধচৈতন্যকে যদি সাক্ষীরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মোক্ষকালেও অবিদ্যার প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু মোক্ষ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু অদ্বৈতীর পক্ষে মোক্ষে অবিদ্যার প্রতীতি স্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ, অবিদ্যার অস্তময়ই হইল মোক্ষ।[১৩] সুতরাং, শুদ্ধচৈতন্যকে সাক্ষীরূপে স্বীকার করা যায় না।

---

[১১] শ্বেত. উপ. ৬।১১

[১২] ন্যায়ামৃত (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৫।২; (বারাণসী); পৃঃ ৫৬১

[১৩] "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃত" (বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, আচার্য সুরেশ্বর)

শুদ্ধচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষে এইরূপ সমস্যা উত্থাপিত হওয়ায় কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্য আবার অশুদ্ধচৈতন্য বা অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যকেই সাক্ষীরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অজ্ঞানাবৃত চৈতন্য বলিতে এক্ষেত্রে ঈশ্বরকেই সাক্ষীরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। যাঁহারা এই পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা ঈশ্বরচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষে পূর্বোক্ত "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ"[১৪] শ্রুতিবাক্যকেই প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন।

ন্যায়ামৃতকার এই মতের বিরূদ্ধে বলেন যে, যেসকল যুক্তির দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষিপক্ষত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই একই যুক্তির দ্বারা এই অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যরূপ সাক্ষিত্ব পক্ষও খণ্ডিত হইয়া যায়।[১৫]

কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্য আবার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষী রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতমতে, বৃত্তি দুই প্রকার– অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তি।এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইবে যে, অজ্ঞান কী অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য প্রকাশ্য নাকি অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য প্রকাশ্য? ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ বলেন যে, এই উভয় পক্ষকেই সাক্ষী রূপে স্বীকার করা যায় না। প্রথমে তিনি উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ উপস্থাপন করিয়া তদনন্তর উহাদিগের বিশেষ দোষ উপস্থাপন করিয়াছেন।

ন্যায়ামৃতকার উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ উপস্থাপন নিমিত্ত বলেন যে, "নান্ত্যঃ, অজ্ঞানস্য কদাচিদপ্রতীত্যাপাতাৎ"[১৬] অর্থাৎ, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে যদি সাক্ষীরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের কদাচিৎ অপ্রতীতির আপত্তি হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অন্তঃকরণ বা অবিদ্যার পরিণাম বিশেষই হইল বৃত্তি। পরিণাম মাত্রেই অনিত্য। এক্ষণে বৃত্তি যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও অনিত্য বলিতে হয়। সেক্ষেত্রে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ সাক্ষীর কদাচিৎ অভাব স্বীকার করিতে হইবে। সাক্ষিরূপ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের কদাচিৎ অভাব স্বীকার করিলে অজ্ঞানেরও কাদাচিৎ অভাব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ অজ্ঞান অনাদি কাল হইতেই ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া আছে। একমাত্র সর্বজীবের মুক্তি হইলেই অজ্ঞানের নাশ হয়। ফলে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করিলে অজ্ঞানের প্রাতীকত্ব ভঙ্গ হইবে।[১৭] এই হেতু এই পক্ষ স্বীকার্য নহে।

দ্বিতীয় সাধারণ দোষ উপস্থাপনপূর্বক ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে যদি সাক্ষিরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে, এই বৃত্তির সপক্ষে প্রমাণ কী? তদুত্তরে অদ্বৈতীগণ বলেন যে, বৃত্তির প্রতীতিই বৃত্তির স্বরূপের প্রমাণ। সেক্ষেত্রে পুনরায় প্রশ্ন হইবে যে, বৃত্তি কী বৃত্ত্যাকারপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্য নাকি বৃত্তিতে অপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্য? ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষটি গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, বৃত্ত্যান্তরপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য দ্বারাই বৃত্তির সিদ্ধি হয়। তবে বৃত্ত্যান্তর স্বীকার করিলে সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। এই হেতু প্রথম পক্ষটি গ্রহণীয় নহে। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বৃত্তিতে অপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে যদি বৃত্তির সাধকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ চৈতন্যকেই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ বৃত্তিতে

---

[১৪] শ্বেত. উপ. ৬।১১

[১৫] এতেনাজ্ঞানস্য রাহুবৎ স্বাবৃতপ্রকাশনৈব স্ফূরণমিতি নিরস্তম্" ন্যায়ামৃত (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৫।২; (বারাণসী); পৃঃ ৫৬১

[১৬] ন্যায়ামৃত (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৫।২-৩৩৬।১; (বারাণসী); পৃঃ ৫৬১

[১৭] "কদাচিদিতি। বৃত্তিবিলম্বে সতীত্যর্থঃ। তথা চ বৃত্তেঃ কদাচিৎকত্বেন তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যস্যাপি কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিদ্বৃত্তিবিলম্বে সতি অনাদিতয়া পূর্বং বিদ্যমানস্যাপ্রতীত্যাপত্ত্যা জ্ঞাতৈকসত্ত্বহানেরিত্যর্থঃ।" তদেব, পত্র ৩৩৬।১

অপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই হইল শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্যকে বৃত্তির প্রকাশক বলিলে মোক্ষে শুদ্ধ চৈতন্য থাকায় তৎকালে বৃত্তির প্রতীতির আপত্তি হইবে।[১৮] ফলে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না।

বিশেষ দোষ উপস্থাপনপূর্বক ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ, অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই হইল অজ্ঞানের নাশক। এক্ষণে, যাহা যেই পদার্থের নাশক তাহা ঐ পদার্থে ভাসক হইতে পারে না। ফলত, অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না।[১৯]

ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি উৎপন্নই হইতে পারে না। অবিদ্যাবৃত্তি সাধারণত দোষজন্যই হইয়া থাকে। যেমন – শুক্তিতে রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি মূলত প্রমার্তৃগত দোষ বা কোনও ইন্দ্রিয়গত দোষজন্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি এইরূপ কোনও দোষজন্য উৎপন্ন হয় না। ফলত বলিতে হয় যে, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টিই হইতে পারে না।[২০]

এইরূপে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, শুদ্ধচৈতন্য, অজ্ঞানাবৃতচৈতন্য, অন্তঃকরণবৃত্তি প্রতিবিম্বিতচৈতন্য এবং অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য ইহাদের মধ্যে কেহই অবিদ্যার প্রকাশক না হওয়ায়, অজ্ঞান শশশৃঙ্গের ন্যায় সর্বথা অসিদ্ধ। সুতরাং, অজ্ঞান অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক প্রস্থানও হইতে পারে না।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'অথাজ্ঞানবাদে তৎপ্রতীত্যুপপত্তিঃ' নামক অদ্বৈতসিদ্ধির একটি প্রকরণেই ন্যায়ামৃতকারের সকল আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়াছেন।অদ্বৈতসিদ্ধিকার এক্ষেত্রে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেই সাক্ষিরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং এই পক্ষে ন্যায়ামৃতকার প্রদত্ত সাধারণ দোষ ও বিশেষ দোষের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ন্যায়ামৃতকার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্যত্ব পক্ষের বিরূদ্ধে প্রথম সাধারণ দোষ উপস্থাপনপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে যদি সাক্ষিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের কদাচিৎ অপ্রতীতির আপত্তি হইবে। ইহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, এহেন আপত্তি অদ্বৈতমতের ইষ্টাপত্তিই হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে সমাধি এবং প্রলয়কালে অবিদ্যাসত্ত্ব থাকিলেও সেস্থলে তাহার প্রতীতি হয় না।[২১]

মাধ্বসম্প্রদায় এক্ষেত্রে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, পূর্বোক্ত অদ্বৈতমত যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের জ্ঞাতৈকসত্ত্বের হানী হইবে।[২২] এবং অজ্ঞানের জ্ঞাতৈকসত্ত্বের হানী হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের ব্যবহারিকত্ব এবং প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিতে হয়; যাহা বাস্তবিকপক্ষে অদ্বৈতমতানুসারে করা যায় না। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতমতানুসারে যদি বলা হয় যে, সমাধি এবং প্রলয়কালে অবিদ্যাকার

---

[১৮] "বৃত্তেরপি বৃত্ত্যন্তরপ্রতিবিম্বিতসাক্ষিবেদ্যত্বেঽনবস্থাপাতেন, তদপ্রতিবিম্বিত তদ্বেদ্যতে, মোক্ষেঽপি বৃত্তিপ্রতীত্যাপাতাচ্চ।" তদেব, পত্র ৩৩৬।

[১৯] "কিঞ্চ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যেনাজ্ঞানভানমঙ্গীকুর্বাণং প্রতি প্রষ্টব্যং – 'বৃত্তি'শব্দেন অন্তঃকরণবৃত্তির্বিবক্ষিতা, অবিদ্যাবৃত্তির্বা।...ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাভাবেন প্রমাণাভাবাৎ" তদেব, পত্র ৩৩৬।১

[২০] তদেব

[২১] "ন চৈব কদাচিদবিদ্যায়া অপ্রতীত্যাপত্তিঃ; ইষ্টাপত্তেঃ, সমাধৌ তথাভ্যুপগমাৎ"। অদ্বৈতসিদ্ধি (দিল্লী), পৃ.৫৭৫

[২২] "অনাদিতয়া পূর্বং দ্যমানস্যাপ্যজ্ঞানস্যাপ্রতিত্যাপত্ত্যা জ্ঞাতৈকসত্ত্বহানেঃ।" ন্যায়ামৃতপ্রকাশ (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৬।১

অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ অবিদ্যাবৃত্তির অভাব থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অবিদ্যারও লয় স্বীকার করিতে হয়। কারণ অদ্বৈতমতে "যাবৎসাক্ষিসত্ত্বং তাবৎকালাবস্থায়িত্বম্" এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত।

এহেন আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতীগণ বলেন যে, এইরূপ নিয়ম কেবল উৎপত্তিবিনাশশীল প্রাতিভাসিক স্থলেই প্রযোজ্য, অনাদি অজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।[২৩]

ইহার বিরূদ্ধে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অদ্বৈতীর এহেন অভিমত যদি স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ, যদি বলা হয়, সাক্ষীর অভাব কালে অবিদ্যার অভাব হয় না, তাহা হইলে অবিদ্যার অজ্ঞাতসত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের জ্ঞাতৈকসত্ত্বার হানী হইবে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, "ধারাবাহিকাবিদ্যাবৃত্তিপরম্পরায়া অতিসূক্ষ্মায়া অভ্যুপগমাচ্চ ইতি শিবম্।"[২৪] অর্থাৎ, এক্ষেত্রে অদ্বৈতসিদ্ধিকার তৈলধারাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন। এই নিরবিচ্ছিন্ন অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিলে মোক্ষপূর্বে কোনও অবস্থাতেই অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের অভাব হয় না। এবং সমাধি ও প্রলয়কালে অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি না হওয়ার কারণ হইল, এই অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি অতি সুক্ষ্ম, অলে তাহার প্রতিসন্ধান আমাদিগের হয় না। এইরূপে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ন্যায়ামৃতকারোক্ত প্রথম সাধারণদোষ নিরাকরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সাধারণ দোষ উপস্থাপনের নিমিত্ত ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তি সিদ্ধির জন্য বৃত্ত্যান্তর স্বীকার অনবার্য, ফলে সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ সৃষ্টি হয়। এহেন আপত্তি নিরসনের নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি সিদ্ধির নিমিত্ত বৃত্ত্যান্তর প্রতিবিম্বিত চৈতন্য স্বীকার করিতে হয় না। কারণ, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা অবিদ্যা এবং অবিদ্যাবৃত্তি উভয়েরই প্রকাশ হইয়া যায়। ফলত এক্ষেত্রে বৃত্ত্যান্তর স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।[২৫]

অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্যত্ব পক্ষে ন্যায়ামৃতকার প্রথম যে বিশেষ দোষ উপস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইল, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তির উৎপত্তিই সম্ভব নহে। যেহেতু, অবিদ্যাবৃত্তি মাত্রই দোষজন্য। কিন্তু অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তির কোনও দোষজন্য উৎপন্ন হয় না। ফলত, অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে অবিদ্যার সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না। তদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, অবিদ্যা স্বয়ং একটি দোষপদার্থ, ফলে অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি উৎপত্তিতে কোনও সমস্যা নাই।[২৬]

ন্যায়ামৃতকার অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্যত্ব পক্ষে দ্বিতীয় বিশেষ দোষ উপস্থাপনপূর্বক যে বলিয়াছিলেন, অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করিলে সেক্ষেত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। কারণ সাক্ষিরূপ অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হইলে অবিদ্যাসত্ত্ব সিদ্ধ হয় এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইলে তবেই প্রতিবিম্বনোপাধির সত্ত্ব সিদ্ধ হয়, আবার প্রতিবিম্বনোপাধির সত্ত্ব সিদ্ধ হইলে তবেই উক্ত উপাধিতে চৈতন্যপ্রতিবিম্ব সম্ভব হইবে এবং তন্নিমিত্ত অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হয়। এইরূপে, অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হইলে অবিদ্যা সিদ্ধ হয় এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইলে অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হয়। ফলত, অবিদ্যাপ্রতীতিতে অন্যোন্যাশ্রয় ঘটে বলিয়া এই পক্ষও স্বীকার্য নহে।

---

[২৩] অদ্বৈতসিদ্ধি (দিল্লী), পৃ.৫৪৪

[২৪] তদেব, পৃ.৫৪৫

[২৫] "ন চ বৃত্তেরপি বৃত্ত্যন্তরপ্রতিবিম্বিতচিদ্ভাস্যতে অনবস্থা; স্বস্যা এব স্বভানোপাধিত্বাৎ" তদেব, পৃ.৫৭৬

[২৬] "ন চাবিদ্যাবৃত্তের্দোষজন্যত্বাদত্র কথমবিদ্যাবৃত্তিঃ, 'অবিদ্যায়া এব দোষত্বাৎ'।" তদেব, পৃ.৫৭৫

ইহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে, অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিতচৈতন্য সাক্ষিত্বপক্ষে সাক্ষিজ্ঞানে অবিদ্যা বা অবিদ্যাবৃত্তিজ্ঞান অপেক্ষিত হইলেও অবিদ্যা বা অবিদ্যাবৃত্তিবিষায়ক জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। অর্থাৎ সাক্ষির জ্ঞান কদাপি সাক্ষিভাষ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং, উক্ত বিকল্পে জ্ঞপ্তিপক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কোনও শঙ্কা নাই। অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষে উৎপত্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইবে না। কারণ, অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যেরূপ সাক্ষী উভয়ই অনাদি হওয়ায় তাহাদের উৎপত্তির কোনও প্রশ্নই নাই।[২৭]

সুতরাং, অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষের বিরূদ্ধে ন্যায়ামৃতকার যেসকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তি অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী এইরূপে খণ্ডন করেন। ফলত পরিশেষে বলা যায় যে, অদ্বৈতমতে, অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ সাক্ষিচৈতন্য দ্বারাই অবিদ্যার সিদ্ধি হয়।

## গ্রন্থপঞ্জি:

১) শাস্ত্রী, পঞ্চানন (সম্পাদক)। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্তপরিভাষা, পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত পরিভাষাসংগ্রহ। কলকাতা, ১৮৮৩ শকাব্দ।

২) সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী এস. (সম্পাদক)। নৃসিংহাশ্রমকৃত অদ্বৈতদীপিকা, নারায়ণশ্রমকৃত অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ (৩ য় খণ্ড)। সম্পুর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮২-১৯৮৭।

৩) শাস্ত্রী, অনন্তকৃষ্ণ (সম্পাদক)। মধুসূদন সরস্বতীকৃত অদ্বৈতসিদ্ধি, ব্রহ্মানন্দ সসস্বতীকৃত লঘুচন্দ্রিকা, বলভদ্রকৃত সিদ্ধিব্যাখ্যা, বিঠলেশ উপাধ্যায়কৃত ব্যাখ্যা। পরিমল পাবলিকেশনস্, দিল্লী, ১৯৮২।

৪) শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার ও ঘোষ, রাজেন্দ্র সম্পাদিত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সিদ্ধান্তবিন্দু, ব্রহ্মানন্দ সসস্বতীকৃত ন্যায়রত্নাবলী, শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী প্রথম ভাগ। কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৫) কৃষ্ণাচার্য, টি. আর. (সম্পাদক)। ব্যাসতীর্থকৃত ন্যায়ামৃত, শ্রীনিবাসাচার্যকৃত। ন্যায়ামৃত প্রকাশ, কুম্ভকোণ, ১৯০৭।

৬) স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক)। ব্যাসতীর্থ এবং মধুসূদন সরস্বতীকৃত ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দকৃত অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যা (দুই খণ্ড)। ষড়দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৪, ১৯৮৬।

৭) শাস্ত্রী, এস. সূর্যনারায়ণ (সম্পাদক)। বিদ্যারণ্যমুনিকৃত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ। আন্ধ্র বিশ্ব কলা পরিষদ, ওয়ালটেয়ার, ১৯৪১।

৮) মিশ্র, কাশীনাথ (সম্পাদক)। সুরেশ্বরাচার্যকৃত বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা (৩ খণ্ড)। আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৩৭।

৯) শাস্ত্রী, এস. সুব্রহ্মণ্য (সম্পাদক)। সুরেশ্বরাচার্যকৃত সম্বন্ধভাষ্যবার্তিক, আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা। মহেশ অনুসন্ধান সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮০।

[২৭] "অবিদ্যাতৎকার্যন্যতরপ্রতিফলিতচৈতন্যস্যৈব সাক্ষিত্বাৎ। তথা চ দৃগ্রূপস্যাপি উপাধিনা দ্রষ্টৃত্বম্।...উৎপত্তিজ্ঞপ্তিপ্রতিবন্ধস্যাভাবাদবিদ্যাতদুপাধিকদ্রষ্টৃত্বয়োরুভয়োরপ্যনাদিত্বাৎ।" তদেব, পৃ.৭৫৪